সুপ্রভাত

4 FEB 2003

মাধ্যমিক স্তরের নকল বইয়ে বাজার সয়লাব

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

মাধ্যমিক স্তরের নকল পাঠ্যপুস্তকে বাজার ছেয়ে গেছে। পুরনো বইয়ের কভার পাল্টে নতুন বই বলে গছিয়ে দেয়া হচ্ছে ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের হাতে। এতে একদিকে সংশোধিত পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে সরকার দেড় কোটি টাকার রাজস্ব হারাতে বসেছে। আর তালিকাভুক্ত প্রকাশকরা ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে নকল বই বিক্রি বন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নকলকারীদের চিহ্নিত করতে উদ্যোগ নিয়েছেন। যদিও প্রকাশকরা এ উদ্যোগকে অপর্যাপ্ত উল্লেখ করে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কবির উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা প্রতিটি থানায় চিঠি দিয়েছেন। আর বিষয়টি তদন্তেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নকল এসব বই বাজারজাত করার সঙ্গে জড়িত। মূলত যশোর, চৌমুহনী, রাজশাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম এমনকি ঢাকায়ও বই নকলের কাজ হচ্ছে। নতুন বইয়ের মতো এসব বইয়ের কভার হুবহু এক। পুরনো কভার উল্টো পিঠে ছাপা হয়েছে। ভেতরের কাগজগুলো

সয়লাব : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

সয়লাব : নকল বই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

জলছাপযুক্ত। তবে তফাৎ শুধু নিরাপত্তা কাগজে। নকল বইয়ের নিরাপত্তা কাগজ হিসেবে বাজারের রঙিন কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। এ কাগজ ছিঁড়লে ভেতরে কাগজের সাদা রং দেখা যায়। বোর্ডের রয়্যালটি ফাঁকি দেয়া এ নকল বইয়ে লাভ বেশি বলে খুচরা বিক্রেতারা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কাছে সেগুলো গছিয়ে দিচ্ছে।

মাধ্যমিক স্তরের চাহিদা অনুসারে ইতিমধ্যে ১ কোটি ২৫ লাখ বই বাজারজাত করা হয়েছে। বাজার চাহিদার ভিত্তিতে আরও ২০ লাখ ২০ হাজার বই ছাপার কাজ চলছে। গত বছর ১ কোটি ৫০ লাখ বই ছাপা হয়েছিল। সে হিসেবে নকল বইয়ের কারণে নতুন বই আর ছাপা না হলে দেড় কোটি টাকা রাজস্ব থেকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বঞ্চিত হবে। অবশ্য সংশোধিত নতুন বই হওয়ায় প্রকাশকরা এ বছরের চাহিদা ২ কোটি হবে বলে ধারণা করেছিলেন। যেহেতু এ বছর বই নিয়ে কোন ধরনের ঘাপলা হয়নি এমনকি কৃত্রিম সংকটও সৃষ্টি হয়নি তাই তারা কর্তৃপক্ষের কাছে নকল বই বিক্রি বন্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রকাশক অভিযোগ করেছেন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ চাইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নকলবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। এ ব্যাপারে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি রাব্বানী জব্বার নকল বই বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। তিনি বলেন, নকল বই বন্ধ না হলে প্রকাশক ও ছাত্রছাত্রী উভয়ের ক্ষতি হবে।